বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন,
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ০২২২৩৩-৫৮৬৮১, ০২২২৩৩-৮৮৯৪৯;
ই-মেইলঃ dgmpid@krishibank.org.bd

ক্রেডিট বিভাগ

নং- বিকেবি-প্রকা/ক্রেবি (শাখা-৩)প্রক্রেবি-৩(৪৮)/২০২২-২০২৩/ ১৫৬৫৮(২২০০) তারিখঃ ২৬.১২.২০২২

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপমহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪/২০২২ এবং বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫১/২০২২ এর আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের উপর আরোপিত সুদ আয়খাতে স্থানান্তরকরণ এবং উক্ত ঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এর ২২/১২/২০২২ইং তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫৩ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। উল্লেখিত সার্কুলারের মাধ্যমে ঋণ শ্রেণিকরণ বিষয়ে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪, তারিখ: ২২ জুন ২০২২ এবং বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫১, তারিখ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪/২০২২ এর আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের উপর আরোপিত সুদ আয়খাতে স্থানান্তরকরণ এবং উক্ত ঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের বিষয়ে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে মর্মে উল্লিখিত সার্কুলারের ৯নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়।

০৩। এক্ষণে, ভবিষ্যতে ব্যাংকসমূহের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় রাখা এবং Shock Absorbing Capacity বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪/২০২২ ও বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫১/২০২২ এর আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের উপর ২০২২ সালে আরোপিত সুদ আয়খাতে স্থানান্তরকরণ এবং উক্ত ঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবে ঃ

ক) সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণসমূহের সম্ভাব্য আদায় ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক ২০২২ সালের আরোপিত সুদ বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী আয়খাতে স্থানান্তর করা যাবে।

খ) পুনঃতফসিলকৃত ঋণ, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪/২০১৫ এর আওতায় পুনর্গঠিত ঋণ অথবা বিআরপিডি সার্কুলার নং- ০৫/২০১৯ এর আওতায় পুনঃতফসিলিকরণ/এককালীন এক্সিট সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের বিপরীতে আরোপিত সুদ নগদ আদায় ব্যতিরেকে আয়খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।

গ) সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত ২% জেনারেল প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে। তবে সিএমএসএমই খাতের সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত ১% জেনারেল প্রভিশন সংরক্ষণ করা যাবে। উক্ত অতিরিক্ত প্রভিশনকে ইতঃপূর্বে গঠিত "Special General Provision-COVID-19" খাতে স্থানান্তর করতে হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত Special General Provision-COVID-19 খাতে রক্ষিত প্রভিশন অন্য কোন খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।

০৪। বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৭/২০২০, ১৯/২০২১, ১৪/২০২২ এবং বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫১/২০২২ এর আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত কোন ঋণ নগদ আদায়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে পরিশোধিত হলে ইতঃপূর্বে সংরক্ষিত অতিরিক্ত জেনারেল প্রভিশন ব্যাংকের নিজস্ব বিবেচনায় আয়খাতে স্থানান্তর করা যাবে। তাছাড়া উক্ত সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকৃত হওয়ার কারণে তার বিপরীতে প্রয়োজনীয় স্পেসিফিক প্রভিশন সংরক্ষণ করা হলে ইতঃপূর্বে সংরক্ষিত অতিরিক্ত জেনারেল প্রভিশন ব্যাংক স্বীয় সিদ্ধান্তে যথাযথ খাতে স্থানান্তর করতে পারবে।

০৫। বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪/২০২২ এবং বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫১/২০২২ এর আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি (ঋণগ্রহীতার নাম, ঋণ স্থিতি, ধার্যকৃত সুদ, আয়খাত ও ইন্টারেস্ট সাসপেন্স হিসাবে স্থানান্তরিত সুদ, অতিরিক্ত প্রভিশনের পরিমাণ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট শাখায় এবং প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট সংরক্ষণ করতে হবে।

০৬। ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ তাদের কর্তৃক প্রদত্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে একইভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

চলমান পাতা-০২

বিষয়ঃ বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪/২০২২ এবং বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫১/২০২২ এর আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের উপর আরোপিত সুদ আয়খাতে স্থানান্তরকরণ এবং উক্ত ঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।

০৭। বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪/২০২২ এ বর্ণিত অন্যান্য নির্দেশনাসমূহ অপরিবর্তিত থাকবে।

০৮। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

০৯। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এর ২২/১২/২০২২ইং তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫৩ অপর পৃষ্ঠায় হুবহু পুনঃমুদ্রণ করা হলো। এমতাবস্থায়, সার্কুলারের নির্দেশনা সমূহ যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত,

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২৬/১২/২০২২

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক

নং- বিকেবি-প্রকা/ক্রেবি (শাখা-৩)প্রক্রেবি-৩(৪৮)/২০২২-২০২৩/ ১৫৬৮(১২৫০) তারিখঃ ২৬.১২.২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **উপরোক্ত পত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।**
০৬। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৭। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। নথি/মহানথি।

২৬/১২/২০২২
(মোঃ এনামুল হোসেন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং- ৫৩

তারিখ: ২২ ডিসেম্বর ২০২২ / ০৭ পৌষ ১৪২৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪/২০২২ এবং বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫১/২০২২ এর আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের উপর আরোপিত সুদ আয়খাতে স্থানান্তরকরণ এবং উক্ত ঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।

ঋণ শ্রেণিকরণ বিষয়ে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪, তারিখ: ২২ জুন ২০২২ এবং বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫১, তারিখ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪/২০২২ এর আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের উপর আরোপিত সুদ আয়খাতে স্থানান্তরকরণ এবং উক্ত ঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের বিষয়ে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে মর্মে উল্লিখিত সার্কুলারের ৯নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়।

৩। এক্ষণে, ভবিষ্যতে ব্যাংকসমূহের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় রাখা এবং Shock Absorbing Capacity বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪/২০২২ ও বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫১/২০২২ এর আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের উপর ২০২২ সালে আরোপিত সুদ আয়খাতে স্থানান্তরকরণ এবং উক্ত ঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবে:

ক) সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণসমূহের সম্ভাব্য আদায় ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক ২০২২ সালের আরোপিত সুদ বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী আয়খাতে স্থানান্তর করা যাবে।

খ) পুনঃতফসিলকৃত ঋণ, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪/২০১৫ এর আওতায় পুনর্গঠিত ঋণ অথবা বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫/২০১৯ এর আওতায় পুনঃতফসিলিকরণ/এককালীন এক্সিট সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের বিপরীতে আরোপিত সুদ নগদ আদায় ব্যতিরেকে আয়খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।

গ) সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত ২% জেনারেল প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে। তবে সিএমএসএমই খাতের সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত ১% জেনারেল প্রভিশন সংরক্ষণ করা যাবে। উক্ত অতিরিক্ত প্রভিশনকে ইতঃপূর্বে গঠিত "Special General Provision-COVID-19" খাতে স্থানান্তর করতে হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত Special General Provision-COVID-19 খাতে রক্ষিত প্রভিশন অন্য কোন খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।

৪। বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৭/২০২০, ১৯/২০২১, ১৪/২০২২ এবং বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫১/২০২২ এর আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত কোন ঋণ নগদ আদায়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে পরিশোধিত হলে ইতঃপূর্বে সংরক্ষিত অতিরিক্ত জেনারেল প্রভিশন ব্যাংকের নিজস্ব বিবেচনায় আয়খাতে স্থানান্তর করা যাবে। তাছাড়া উক্ত সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকৃত হওয়ার কারণে তার বিপরীতে প্রয়োজনীয় স্পেসিফিক প্রভিশন সংরক্ষণ করা হলে ইতঃপূর্বে সংরক্ষিত অতিরিক্ত জেনারেল প্রভিশন ব্যাংক স্বীয় সিদ্ধান্তে যথাযথ খাতে স্থানান্তর করতে পারবে।

৫। বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪/২০২২ এবং বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫১/২০২২ এর আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি (ঋণগ্রহীতার নাম, ঋণ স্থিতি, ধার্যকৃত সুদ, আয়খাত ও ইন্টারেস্ট সাসপেন্স হিসাবে স্থানান্তরিত সুদ, অতিরিক্ত প্রভিশনের পরিমাণ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট শাখায় এবং প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টে সংরক্ষণ করতে হবে।

৬। ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ তাদের কর্তৃক প্রদত্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে একইভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭। বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪/২০২২ এ বর্ণিত অন্যান্য নির্দেশনাসমূহ অপরিবর্তিত থাকবে।

৮। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

৯। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ আলী আকবর ফরাজী)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোনঃ ৯৫৩০০৯৫

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫১

তারিখ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২২
০৩ পৌষ ১৪২৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ শ্রেণিকরণ প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ২২ জুন ২০২২ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। সূত্রোক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে অশ্রেণিকৃত মেয়াদী ঋণের বিপরীতে অক্টোবর/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তিসমূহের ন্যূনতম ৭৫% ডিসেম্বর/২০২২ ত্রৈমাসিকের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করা হলে উক্ত ঋণসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল।

৩। বহিঃবিশ্বে যুদ্ধাবস্থা প্রলম্বিত হওয়ায় এর দীর্ঘ মেয়াদী নেতিবাচক প্রভাবে শিল্পের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে ঋণগ্রহীতাদের প্রকৃত আয় হ্রাস পেয়েছে। এক্ষণে, দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গতিশীল রাখা এবং ঋণগ্রহীতাদের ঋণের কিস্তি পরিশোধ সহজতর করার নিমিত্ত এই মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে যে, মেয়াদী ঋণের বিপরীতে অক্টোবর/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২ সময়কাল পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তিসমূহের ন্যূনতম ৭৫% এর পরিবর্তে ৫০% ডিসেম্বর/২০২২ মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করা হলে উক্ত ঋণসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না।

৪। অত্র সার্কুলার লেটারে বর্ণিত সুবিধাসহ সূত্রোক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে সুবিধাপ্রাপ্ত মেয়াদী ঋণসমূহের এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তি/কিস্তিসমূহের অপরিশোধিত অংশ বিদ্যমান ঋণের পূর্বনির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী ০১(এক) বছরের মধ্যে সমকিস্তিতে (মাসিক/ত্রৈমাসিক) প্রদেয় হবে। তবে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে অবশিষ্ট মেয়াদকালের সাথে বর্ধিত ০১(এক) বছর সময়কে বিবেচনায় নিয়ে কিস্তি পুনঃনির্ধারণপূর্বক নতুন সূচি অনুযায়ী আদায় করা যাবে।

৫। এছাড়া সূত্রোক্ত সার্কুলারের অন্যান্য নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

৬। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

৭। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

Begum

(মাকসুদা বেগম)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৪

তারিখঃ ২২ জুন ২০২২ / ০৮ আষাঢ় ১৪২৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ শ্রেণিকরণ প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৯, ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫১ এবং ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫৩ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। বর্ণিত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারের মাধ্যমে প্রদত্ত সুবিধার আওতায় ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে জানুয়ারি/২১ হতে ডিসেম্বর/২১ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তি/অর্থের ন্যূনতম ১৫(পনের) শতাংশ আদায় হলে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহ অশ্রেণিকৃত হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০৩। কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব ও সাম্প্রতিক সময়ে পুনরায় সংক্রমণ বৃদ্ধি, দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সৃষ্ট বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং বহিঃবিশ্বে সাম্প্রতিক যুদ্ধাবস্থার কারণে আর্ন্তজাতিক বাজারে কাঁচামালসহ বিভিন্ন উপকরণের মূল্য ও পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ তাদের গৃহীত ঋণের বিপরীতে প্রদেয় কিস্তির সম্পূর্ণ অংশ পরিশোধে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের গোচরীভূত হয়েছে। এক্ষণে, বর্ণিত প্রেক্ষাপটে চলমান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা বজায় রাখা এবং বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের গতিধারা স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবেঃ-

৩.১) জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৬ এর অধ্যায়-৩ এ বর্ণিত সংজ্ঞানুযায়ী 'বৃহৎ শিল্প' প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বিতরণকৃত মেয়াদী প্রকৃতির ঋণ, যা ০১ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অশ্রেণিকৃত অবস্থায় রয়েছে, এর বিপরীতে এপ্রিল/২০২২ হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত সময়ে প্রদেয় কিস্তি/কিস্তিসমূহের ন্যূনতম ৫০(পঞ্চাশ) শতাংশ, জুলাই/২০২২ হতে সেপ্টেম্বর/২০২২ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তিসমূহের ন্যূনতম ৬০(ষাট) শতাংশ এবং অক্টোবর/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তিসমূহের ন্যূনতম ৭৫(পঁচাত্তর) শতাংশ যথাক্রমে জুন/২০২২, সেপ্টেম্বর/২০২২ এবং ডিসেম্বর/২০২২ ত্রৈমাসিকের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করা হলে উক্ত ঋণসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না।

৩.২) সিএমএসএমই ও কৃষি খাতে বিতরণকৃত মেয়াদী ঋণ, যা ০১ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অশ্রেণিকৃত অবস্থায় রয়েছে, এর বিপরীতে এপ্রিল/২০২২ হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত সময়ে প্রদেয় কিস্তি/কিস্তিসমূহের ন্যূনতম ২৫(পঁচিশ) শতাংশ, জুলাই/২০২২ হতে সেপ্টেম্বর/২০২২ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তিসমূহের ন্যূনতম ৩০(ত্রিশ) শতাংশ এবং অক্টোবর/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তিসমূহের ন্যূনতম ৪০(চল্লিশ) শতাংশ যথাক্রমে জুন/২০২২, সেপ্টেম্বর/২০২২ এবং ডিসেম্বর/২০২২ ত্রৈমাসিকের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করা হলে উক্ত ঋণসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না।

৩.৩) ০১ এপ্রিল ২০২২ তারিখে বিদ্যমান অশ্রেণিকৃত তলবী প্রকৃতির ঋণসমূহ জুন/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২ এর মধ্যে ৩টি সমান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধিত হলে উক্ত ঋণসমূহ ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না।

চলমান পাতা/০২

৩.৪) দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্যা কবলিত জেলাসমূহ (সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় কর্তৃক চিহ্নিত বন্যা কবলিত জেলা) এর ক্ষেত্রেঃ

ক) কৃষি খাতে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত সময়কালে প্রদেয় কিস্তিসমূহ পরিশোধিত না হলেও উক্ত ঋণসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না।

খ) সিএমএসএমই খাতে বিতরণকৃত মেয়াদী ঋণ, যা ০১ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অশ্রেণিকৃত অবস্থায় রয়েছে, এর বিপরীতে এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত সময়কালে প্রদেয় কিস্তিসমূহের ন্যূনতম ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ ডিসেম্বর/২০২২ মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করা হলে উক্ত ঋণসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না।

গ) সিএমএসএমই খাতে বিতরণকৃত চলমান প্রকৃতির ঋণের ক্ষেত্রে যে সকল ঋণের মেয়াদ ইতোমধ্যে অতিবাহিত হয়েছে ও প্রচলিত নীতিমালার আওতায় ব্যাংক কর্তৃক নবায়ন করা হয়নি এবং ০১ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অশ্রেণিকৃত অবস্থায় রয়েছে, সে সকল ঋণের সীমাতিরিক্ত অংশ (যদি থাকে) ডিসেম্বর/২০২২ মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করার শর্তে নবায়ন করতে হবে।

০৪। অনুচ্ছেদ-০৩ এ উল্লিখিত নির্দেশনা মোতাবেক ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তিসমূহের অবশিষ্টাংশ বিদ্যমান ঋণের পূর্ব নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী ০১(এক) বছরের মধ্যে সমকিস্তিতে (মাসিক/ত্রৈমাসিক) প্রদেয় হবে। তবে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে অবশিষ্ট মেয়াদকালের সাথে বর্ধিত ০১(এক) বছর সময়কে বিবেচনায় নিয়ে কিস্তি পুনঃনির্ধারণপূর্বক নতুন সূচি অনুযায়ী ঋণের কিস্তি আদায় করা যাবে।

০৫। অনুচ্ছেদ-০৩ এ উল্লিখিত নির্দেশনা মোতাবেক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ঋণসমূহ যথানিয়মে শ্রেণিকরণের আওতাভুক্ত হবে।

০৬। এ সার্কুলারের মাধ্যমে ঋণের কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের উপর ১ এপ্রিল ২০২২ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য কোনরূপ দন্ড সুদ বা অতিরিক্ত ফি (যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন) আরোপ করা যাবে না।

০৭। বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫/২০১৯ এর আওতায় পুনঃতফসিলকৃত ঋণসহ অন্যান্য পুনঃতফসিলের মাধ্যমে অশ্রেণিকৃত হিসেবে প্রদর্শিত ঋণের জন্যও এ সার্কুলারের মাধ্যমে প্রদত্ত সুবিধা প্রযোজ্য হবে।

০৮। ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ তাদের প্রদত্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে একই সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৯। এ সার্কুলারের আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ/বিনিয়োগের উপর আরোপিত সুদ/মুনাফা আয়খাতে স্থানান্তরকরণ এবং উক্ত ঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের বিষয়ে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

১০। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৯(১)(চ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মাকসুদা বেগম)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২